

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ ও বদলি বন্ধ থাকায় বিভিন্ন স্কুলে বহুপদ শূন্য

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষকের পদ শূন্য পড়িয়া থাকায় বিপুল সংখ্যক কচি ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে। অপর-দিকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্যানেল-ভুক্ত বহুসংখ্যক পুরুষ ও মহিলার ভাগ্যে দীর্ঘ দিনেও শিক্ষকতার চাকুরী জোটে নাই। এমন রিপোর্টও পাওয়া যায় যে, ৪/৫শত ছাত্র-ছাত্রীর প্রাথমিক স্কুলে মাত্র ১জন শিক্ষক বহাল থাকায় শিক্ষার নামে প্রহসন চলিতেছে।

কক্সবাজার হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানান, অত্র মহকুমার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩ শত ৬০টি। এইগুলির মধ্যে মোট ১ হাজার ৯ শত ৩টি শিক্ষকের পদ থাকিলেও দুইশত পদ প্রায় দুই বছর ধরিয়া শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে এবং ইহার দরুন ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে।

নবাবগঞ্জের (ঢাকা) সংবাদ-দাতা জানান, অত্র থানার ৮৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪ শতাধিক শিক্ষকের প্রয়োজন হইলেও মাত্র ২ শত ৮৭ জন শিক্ষক বহাল রহিয়াছেন। থানার বেশ কয়েকটি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪/৫ শত থাকিলেও শিক্ষক রহিয়াছেন মাত্র একজন করিয়া। সে সব স্কুলে পড়াশুনা বাদ দিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের হাজিরা লিপিবদ্ধ করা হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তরূপ মাতাব-পুর, দক্ষিণহরি, কাথুর, দৌলত-

পুর, দুর্গাপুর, গরীজপুর, আলান-পুর, প্রভৃতি থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ইহার মধ্যে গরীজপুর অগ্রণী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬ শত। শিক্ষক আছেন মাত্র ১ জন। প্রায় দুই বৎসর যাবৎ স্কুলগুলিতে এই অবস্থা চলিতেছে। থানা শিক্ষা অফিসার ঐ অবস্থার প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না। কারণ, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে নতুন শিক্ষক নিয়োগ এবং থানার অভ্যন্তরে শিক্ষক বদলী বন্ধ রহিয়াছে।

মানিকগঞ্জের সংবাদদাতা জানান, অত্র মহকুমার পিটিআই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং পিটিআই প্যানেলভুক্ত মোট সাড়ে ৩ শত পুরুষ ও মহিলা নিয়োগপত্র পাওয়ার আশায় দিন গুণিতেছেন ইহাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক প্রার্থীর চাকুরী গ্রহণের বয়সসীমা পার হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ (৫য় পৃঃ ৫৪)

প্রাথমিক শিক্ষক

(৩য় পৃঃ পর)

১০।১২ বৎসর পূর্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিলেও শিক্ষক নামের আদর্শ পেশা বা মানুষ গড়ার কাজে নিয়োজিত হইতে পারে নাই।

এদিকে মহকুমার প্রাথমিক স্কুলগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষিকা না থাকায় কচি ছেলেমেয়েরা উপযুক্ত শিক্ষা লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে।